অনন্ত জীবন লাভে সত্য বিশ্বাস

১ যোহন ৫ অধ্যায় ৫-১২ পদ

গত সপ্তাহে আমরা ১ যোহন ৫:১-৪ পদ থেকে দেখেছি, জগতকে জয় করার উপায় হল আমাদের বিশ্বাস (৪ পদ)। আর সেই বিশ্বাসের কারণে খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে ৩টি বৈশিষ্ট্য বর্তমান: (১) যীশুই যে খ্রীস্ট, সেই বিশ্বাস (১ পদ), (২) ঈশ্বরের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি প্রেম (২ পদ), এবং (৩) ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা (৩ পদ)।

এর পরবর্তী অংশ, অর্থাৎ ৫:৫-১২ পদে, যোহন তার পাঠকদের কাছে প্রকৃত বিশ্বাস কাকে বলে, তার বর্ণনা দিয়েছে। কারণ, এই সত্য বিশ্বাস ছাড়া জগৎ ও তার বিভিন্ন প্রলোভন ও বিরোধিতার বিরুদ্ধে জয় লাভ কখনও সম্ভব নয়। সত্য বিশ্বাসের বর্ণনা দেবার পূর্বে যোহন প্রথমে সত্য বিশ্বাসের ক্ষমতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

১। সত্য বিশ্বাসের ক্ষমতা (৫ পদ)

৫ পদে যোহন লিখেছে, *"কে জগতকে জয় করে? কেবল সেই, যে বিশ্বাস করে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র।"* প্রকৃত বিশ্বাসের বিষয়বস্তু কী এবং প্রকৃত বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য কী, তা বর্ণনা করার আগে, যোহন প্রকৃত বিশ্বাসের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছে। সেই কথা বলতে গিয়ে যোহন প্রশ্ন করেছে, *'যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, তা বিশ্বাস করে না, এমন ব্যক্তি কি জগতকে জয় করতে পারে?"* ১ পদে যোহন এই বিশ্বাসের বিষয়বস্তুকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিল, ***"যীশুই সেই খ্রীস্ট;"*** আর এখানে যোহন সেই বিশ্বাসের বিষয়বস্তুকে ***"যীশু ঈশ্বরের পুত্র"*** বলে উল্লেখ করেছে। এর দ্বারা যোহন কিন্তু দুটি ভিন্ন বিশ্বাসের কথা বলেনি। কিন্তু যোহনের কাছে, যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে স্বীকার করা এবং যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে স্বীকার করা হল সমার্থক শব্দ। ২:২২-২৩ পদেও আমরা যীশুর বিষয় এই দুটি সত্যকে একসঙ্গে দেখতে পেয়েছি। অবশ্য, এখানে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে উপস্থাপন অনেক বেশি উপযুক্ত, কারণ যোহন এখানে তাঁর পুত্র, যীশুতে ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রকাশের কথা বলেছে। তাই, কেবল সেই ব্যক্তি যে স্বীকার করে যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র, সে এই কথা বিশ্বাস করতে পারে যে, কেবল যীশুই জগতকে জয় করার স্বর্গীয় শক্তি যোগান দিতে পারেন। হ্যাঁ, যীশুই হলেন পরিত্রাতা, আর তার একমাত্র কারণ হল, তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতার অধিকারী; যাঁর ক্ষমতা জগতকে জয় করার জন্য শয়তানের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশি। যীশুকে তার থেকে কম কোনও অর্থে বিশ্বাস করা মানে, এমন একজনে বিশ্বাস করা, যার ঈশ্বরবিহীন জগতকে জয় করার কোনও ক্ষমতা নেই।

২। সত্য বিশ্বাসের বিষয়বস্তু (৬ পদ)

তাই, ৬ পদে যোহন যারা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র থেকে কম অর্থে স্বীকার করে, তাদের চিন্তার বিরুদ্ধে যীশুর প্রকৃত পরিচয় দিয়েছে: ***"তিনি সেই, যিনি জল ও রক্ত দিয়ে এসেছিলেন, যীশু খ্রীস্ট; কেবল জলে নয়, কিন্তু জলে ও রক্তে।"*** এর আগে ৪:২ পদে, যোহন যীশুকে ***'মাংসে আগত'*** বলে বর্ণনা করেছে, যার অর্থ ঈশ্বরের দেহায়িত *(incarnate)* পুত্র হিসাবে যীশুর পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই কথার দ্বারা যে যোহন কেবল পৃথিবীর মাটিতে যীশুর জন্মগ্রহণের মূহুর্তকে বর্ণনা করেছে, তা নয়; কিন্তু তার দ্বারা পৃথিবীর মাটিতে যীশুর সম্পূর্ণ জীবনকে যোহন নির্দেশ করেছে। তা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের কাছে ৬ পদে, ***"জল ও রক্ত দিয়ে"*** আসার অর্থ পরিষ্কার হয়। এখানে জল বলতে যোহন যীশুর বাপ্তিস্মকে নির্দেশ করেছে; আর রক্ত বলতে যোহন যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুকে নির্দেশ করেছে। এর দ্বারা যোহন তার পাঠকদের কাছে যীশুর বিষয় যে দাবি করেছে, তা হল, **যীশু খ্রীস্ট** সত্যসত্যই বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন এবং ক্রুশের উপর মরেছিলেন। যীশুর পার্থিব জীবনে এই দুটো ঘটনাই খুব গুরুত্বপূর্ণ; তাই ৬ পদের শেষাংশে যোহন স্পষ্ট করে বলেছে, ***"কেবল জলে নয়, কিন্তু জলে ও রক্তে।"*** যোহনের এই কথার মধ্যে যে বিষয়টি লুকিয়ে আছে, তা হল, সেখানে যোহনের বিপক্ষদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল, যারা **যীশু খ্রীস্টের** জলে আগমনকে গ্রহণ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

করলেও, তাঁর রক্তে আগমনকে স্বীকার করত না। এর আগে ২:২২ পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, যোহনের বিপক্ষদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল, যাদের চিন্তা ছিল, **পার্থিব মানুষ যীশুর বাপ্তিস্মের সময় স্বর্গীয় খ্রীস্ট নেমে এসেছিলেন; কিন্তু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন *(ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করলে)***; ফলস্বরূপ, ক্রুশের উপর স্বর্গীয় খ্রীস্ট নন, কিন্তু কেবল পার্থিব মানুষ যীশু মরেছিলেন (সারেনথুস ও অন্যান্য জ্ঞানবাদীদের *(gnostics)* ন্যায় চিন্তা, ইগ্নেসিয়স ও ইরেনিয়স যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল)। তাদের সেই ভ্রান্ত চিন্তাকে খণ্ডন করে, যোহন তার পাঠকদের বলেছে, কেবল **মানুষ যীশু** নন, কিন্তু **যীশু খ্রীস্ট**, ঈশ-মানব একাধারে বাপ্তিস্ম ও ক্রুশীয় মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাই, তার বিপক্ষদের থেকে ভিন্ন অর্থে, যোহন যীশুর বাপ্তিস্মকে উপলব্ধি করেছিল। যোহন যে অর্থে যীশুর বাপ্তিস্মকে উপলব্ধি করেছিল, তা হল, যীশু যে তাঁর বাপ্তিস্মের সময় স্বর্গীয় খ্রীস্টকে লাভ করেছিলেন, তা নয়; কিন্তু যীশু প্রথম থেকেই খ্রীস্ট ছিলেন, তাই তাঁর বাপ্তিস্মের সময় তাঁর উপর স্বর্গীয় খ্রীস্টের নেমে আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না। পরিবর্তে, যীশুর বাপ্তিস্মের সময় পবিত্র আত্মা যীশুর উপর নেমে এসেছিলেন (যোহন ১:৩২-৩৪)। কিন্তু বাপ্তিস্মের সময় তাঁর উপর সেই পবিত্র আত্মা নেমে আসার কথা যোহন এখানে উল্লেখ করেনি। যোহন সতর্কতার সঙ্গে তা বাদ দিয়েছে, কারণ তার উল্লেখ থাকলে, তার বিপক্ষরা যোহনের কথার অপব্যাখ্যা করার সুযোগ পেত। সহজ কথায়, ***জল ও রক্তের*** কথা উল্লেখ করে, যোহন যে বিষয়টির উপর জোর দিয়েছে, তা হল, যোহন বাপ্তাইজকের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে সেদিন যে ব্যক্তি জর্দন নদীতে নেমেছিলেন, তিনি কেবল মানুষ যীশু ছিলেন না, কিন্তু স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট ছিলেন।

এখন, যে যীশু খ্রীস্ট জর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনিই আবার আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণও করেছিলেন। কিন্তু যোহনের বিপক্ষদের চিন্তানুসারে, কেবল মানুষ যীশু ক্রুশের উপর মৃত্যু গ্রহণ করেছিল। এখন, ক্রুশের উপর যিনি মারা গিয়েছিলেন, তিনি যদি কেবল মানুষ যীশু হন, তাহলে আমাদের পরিবর্তে পাপার্থক বলি হিসাবে খ্রীস্টের উৎসর্গীকৃত হওয়া বা এখন আমাদের পক্ষসমর্থনকারী উকিল হিসাবে কাজ করার (২:১-২; ৪:১০, ১৪) কোনও অর্থই থাকে না। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে নতুন নিয়মের যে সামগ্রিক শিক্ষা, তথা যীশু খ্রীস্টেতে স্বয়ং ঈশ্বর জগতকে সম্মিলিত *(reconcile)* করেছেন, তা ভিত্তি হারাবে। কারণ, যীশু যদি ঈশ্বরের পুত্র না হন, তিনি যদি একজন সাধারণ মানুষ হন, বাপ্তিস্মের সময় যাঁর উপর খ্রীস্ট এসেছিলেন কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ত্যাগ করেছিলেন; তাহলে, তাঁর মৃত্যু কোনও তাৎপর্যই বহন করে না। এই কারণে, জন হিক *(John Hick)* বা তার অনুসঙ্গী ঈশতাত্ত্বিক যারা যীশুতে ঈশ্বরের দেহায়নকে *(incarnation)* কাল্পনিক বা রূপকথা বলে থাকেন, আধুনিক মানুষের চিন্তায় তা যতই লোভজনক হোক-না-কেন, তা আমাদের পাপ-বহনকারী ঈশ্বরের প্রেমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চয়তাকে হরণ করে থাকে।

৩। <u>সত্য বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য (৭-১০ পদ)</u>

যোহন তার এই কথার পক্ষে যে সাক্ষ্যের কথা বলেছে, তা আমরা ৭ পদে পাই, ***"আর আত্মাই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কারণ আত্মা সেই সত্য।"*** অর্থাৎ আত্মা যে কথা বলেন, তা বিশ্বাসযোগ্য, কারণ তিনি ঈশ্বরের সত্য প্রকাশ করে থাকেন। এই কথা বলার জন্য যোহন যেহেতু বর্তমান কাল ব্যবহার করেছে, সেইহেতু আমরা এই কথার অর্থকে এইভাবে চিন্তা করতে পারি: বিশ্বাসী আমাদের হৃদয়ে এবং বাক্যের প্রচারের মাধ্যমে, পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে এই সাক্ষ্য দেন যে, যীশু যে একাধারে ***'খ্রীস্ট'*** ও ***'ঈশ্বরের পুত্র,'*** তা তাঁর বাপ্তিস্ম ও মৃত্যু প্রমাণ করে। কিন্তু পবিত্র আত্মা যে কেবল আজ বিশ্বাসী আমাদের কাছে সাক্ষ্য দেন, তা নয়; তিনি যীশুর পক্ষেও সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। কারণ যীশু খ্রীস্টের বাপ্তিস্মের সময় যখন তাঁর উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন, তখন তা থেকে যোহন বাপ্তাইজক উপলব্ধি করেছিল যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র (যোহন ১:৩২-৩৪)। আবার, অন্য ৩টি সুসমাচারে, যীশুর বাপ্তিস্মের সময় স্বর্গ থেকে পিতা ঈশ্বরের দ্বারা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে, ***"ইনিই***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত'' (মার্ক ১:১১)। এর থেকে স্পষ্ট যে, তাঁর বাপ্তিস্মের সময় যে পিতা ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পুত্র হিসাবে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন *(adopted)*, তা নয়; কিন্তু সেদিন যিনি বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন, তিনি আগে থেকেই *'ঈশ্বরের পুত্র'* ছিলেন। ধরা যেতে পারে, যীশুর বিষয় ঈশ্বরের সেই উক্তি সেদিন পবিত্র আত্মাই যোহন বাপ্তাইজকের কাছে বহন করে এনেছিলেন। আবার, পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা এই যীশুকেই মশীহ তথা ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বর্ণনা করেছিল, কারণ তাদের মধ্যে খ্রীস্টের আত্মা, তথা পবিত্র আত্মা সাক্ষ্য দিতেন (১ পিতর ১:১০-১১)। এইভাবে, পবিত্র আত্মা পূর্বে ভাববাদীদের মধ্যে ও খ্রীস্টের পার্থিব কাজের মধ্যে; এবং বর্তমানে বিশ্বাসী আমাদের হৃদয়ে যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন।

৮ পদে, যোহন পাঠকদের মনে যীশুর সত্য পরিচয় (খ্রীস্ট ও ঈশ্বরের পুত্র) সম্বন্ধে যেন কোনও বিভ্রান্তি না থাকে, সেই কারণে তিনজন সাক্ষীর কথা বলেছে: *''বস্তুত তিনে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আত্মা ও জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।''* এখানে যোহন জল ও রক্তকে ব্যক্তি হিসাবে *(personification)* বর্ণনা করেছে; এবং তাদেরকে পবিত্র আত্মার পাশাপাশি সাক্ষী হিসাবে বর্ণনা করেছে, এবং তাদের তিনজনে একই সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ, যীশুর বিষয় কোনও সত্যে উপনীত হবার জন্য আমাদের এই তিনজনের সাক্ষ্যকেই গ্রহণ করতে হবে। ফলস্বরূপ, কেবল আত্মার সাক্ষ্য গ্রহণ করে, জল ও রক্তের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করা যাবে না। তিন সাক্ষীর মধ্যে প্রথমে আত্মার কথা বলা হয়েছে, কারণ তিনিই জল ও রক্তের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। ৬ পদের ন্যায় এই পদেও ***জল ও রক্তের*** দ্বারা যীশুর বাপ্তিস্ম এবং মৃত্যুকে নির্দেশ করা হয়েছে। হেবলের রক্ত যেমন *''মরলেও, এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছে''* (ইব্রীয় ১১:৪), সমগ্র পুরাতন নিয়ম যেমন যীশুর বিষয় সাক্ষ্য দেয়; ঠিক তেমনই, যীশুর বাপ্তিস্ম ও ক্রুশীয় মৃত্যু অতীতের ঘটনা হলেও (যোহন যখন এই পত্র লিখছে), বর্তমানে যীশুর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে।

এখন, যেহেতু মানুষের সাক্ষ্যের তুলনায় ঈশ্বরের সাক্ষ্য অনেক বেশি গ্রহনযোগ্য (যোহন ৫:৩৬), সেইহেতু আমাদের উচিৎ যীশুর বিষয় পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যকেই গ্রহণ করা। এখন পিতা ঈশ্বর যেহেতু যীশুর বাপ্তিস্মের সময়, পর্বতের উপর যীশুর রূপান্তরের সময়, এবং যীশুর পার্থিব বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যীশুকে তাঁর পুত্র হিসাবে নিজে স্বীকার করেছেন, সেইহেতু আমরা যীশুর বিষয় ঈশ্বরের সেই সাক্ষ্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য। তাই, ৯ পদে যোহন লিখেছে, *''আমরা যদি মানুষদের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য মহত্তর; ফলতঃ ঈশ্বরের সাক্ষ্য এই যে, তিনি নিজের পুত্রের বিষয় সাক্ষ্য দিয়েছেন।''* এখন, প্রশ্ন করা যেতে পারে, ঈশ্বর নিজের পুত্রের বিষয় যে সমস্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার মধ্যে কোন্ সাক্ষ্যের কথা যোহন এখানে বলতে চেয়েছে? যোহন ৫:৩১-৪০ পদে, যীশু নিজের বিষয় একাধিক সাক্ষ্যের কথা বলেছে: তাঁর নিজের সাক্ষ্য, যোহন বাপ্তাইজকের সাক্ষ্য, তাঁর নিজের বিভিন্ন কাজের সাক্ষ্য, এবং পবিত্র শাস্ত্রের সাক্ষ্য। এখানে ৯ পদে যে *''ঈশ্বরের সাক্ষ্যের''* কথা বলা হয়েছে; তাকে আমরা এই সমস্ত সাক্ষ্য থেকে পৃথক হিসাবে চিন্তা করতে পারি। যদিও ঈশ্বরই অন্য সমস্ত সাক্ষ্যের পেছনে আছেন, তথাপি ৭ ও ৮ পদে যে তিন সাক্ষীর (আত্মা, জল ও রক্ত) কথা বলা হয়েছে; তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মাই যেহেতু জল ও রক্তের পেছনে মূল সাক্ষী এবং পবিত্র আত্মাই পিতা ঈশ্বরের প্রকাশের মাধ্যম; সেইহেতু, এখানে ***ঈশ্বরের সাক্ষ্য*** বলতে পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যকেই নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যোহন এখানে পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যকে একটু অন্য ভাষায় বর্ণনা করেছে।

এখন ঈশ্বর যেহেতু নিজের পুত্রের বিষয় সাক্ষ্য দিয়েছেন, সেইহেতু যে কেউ 'ঈশ্বরের পুত্রে' বিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরের সাক্ষ্যকে গ্রহণ করে। তাই ১০ পদে যোহন বলেছে, *''ঈশ্বরের পুত্রে যে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য তার অন্তরে থাকে; ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করে না, সে তাঁকে (ঈশ্বরকে) মিথ্যাবাদী করেছে; কারণ ঈশ্বর নিজ পুত্রের বিষয় যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা সে বিশ্বাস করেনি।''* যোহন এখানে ঈশ্বরের কথাকে **গ্রহণ করার** সঙ্গে ঈশ্বরের কথাকে **বর্জন করাকে** তুলনা করেছে। তাই, যোহন এখানে ঈশ্বরের পুত্রে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

বিশ্বাস করাকে ঈশ্বরের সাক্ষ্য গ্রহণ ও রক্ষা করার কাজ হিসাবে বর্ণনা করেছে। ফলস্বরূপ, এর বিপরীতে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না এবং নিজ পুত্রের বিষয় তাঁর সাক্ষ্যকে বর্জন করে, সে ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী করেছে এবং তার দ্বারা সে নিজে দোষী হয়েছে। তাই, এই কথার দ্বারা যোহন তার সেই সমস্ত বিপক্ষদের সমালোচনা করেছে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার কথা মুখে বললেও, ঈশ্বর নিজ পুত্রের বিষয় যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ, ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে তাঁর পুত্রে বিশ্বাসকে কখনও পৃথক করা সম্ভব নয়।

৪। <u>সত্য বিশ্বাসের পরিণাম (১১-১২ পদ)</u>

এখন, নিজ পুত্র সম্বন্ধে ঈশ্বরের সাক্ষ্যে আমাদের বিশ্বাস কতখানি গুরুত্বপূর্ণ? বাস্তব জীবনে তা কী প্রভাব ফেলে থাকে? ঈশ্বরের সাক্ষ্যে বিশ্বাসের প্রভাব খুবই মহৎ: এর উপর অনন্ত জীবনে আমাদের অংশগ্রহণ নির্ভর করে। তাই, ১১ পদে যোহন লিখেছে, *"আর সেই সাক্ষ্য এই যে, ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন, এবং সেই জীবন তাঁর পুত্রে আছে।"* ঈশ্বরের সক্ষ্যের অর্থ হল, তিনি আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন; কিন্তু এই জীবন কেবল তাঁর পুত্রে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের দত্ত হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা যদি ঈশ্বরের সাক্ষ্য, তথা যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, তা বিশ্বাস না করি, তাহলে আমরা অনন্ত জীবন পেতে পারি না।

অতএব, ১১ পদের সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, যে কেউ পুত্রকে স্বীকার ও গ্রহণ করেছে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে; কিন্তু যে পুত্রকে বর্জন করেছে, সে সেই জীবন পায়নি। এই কথাই যোহন ১২ পদে বলেছে: *"পুত্রকে যে পেয়েছে, সে সেই জীবন পেয়েছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায়নি, সে সেই জীবন পায়নি।"* অর্থাৎ, যীশুকে খ্রীস্ট অথবা ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে গ্রহণের মধ্যে যে বাস্তব তাৎপর্য লুকিয়ে আছে, তা হল, যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে অনন্ত জীবন লাভ কখনও সম্ভব নয়। যীশুই যে ঈশ্বরের পুত্র, তা যারা অস্বীকার করে, তারা অনন্ত জীবন পেয়েছে বলে যতই চীৎকার করুক-না-কেন, তাদের পক্ষে অনন্ত জীবন লাভ কখনও সম্ভব নয়। কারণ, ঈশ্বর যে জীবন দিয়ে থাকেন, তা কেবল তাঁর পুত্রের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। কারণ, ***তিনিই একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন, তাঁর মাধ্যম ছাড়া কেউ পিতার কাছে পৌঁছাতে পারে না*** (যোহন ১৪:৬)।

আপনি কি অনন্ত জীবন পেয়েছেন, না-কি তা পাবার জন্য আপনি এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন? আপনি যদি ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নিজের চেষ্টায় অনন্ত জীবন পেতে চান, তবে জানবেন যে, তা আপনি কখনও পাবেন না। কিন্তু যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই জীবন পেতে চান, তাহলে, আপনাকে তাঁর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করতে হবে। তাত্ত্বিক মনোভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলে কোনও লাভ হবে না; পরিবর্তে, তিনি তাঁর পুত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর বাস্তব ইতিহাসে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আর তা হল, আমরা সকলে যখন নিজেদের পাপের দ্বারা অনন্ত কালের জন্য বিনষ্ট হতে বাধ্য ছিলাম, তখন তিনি তাঁর নিজের পুত্রকে এই পৃথিবীর মাটিতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সেই অনন্ত পুত্র যদিও নিজে ঈশ্বর তথা খ্রীস্ট ছিলেন (ত্রিত্ব ঈশ্বরের ২য় ব্যক্তি), তথাপি সেই ঈশ্বর মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন *(incarnation)*, কেবল তা-ই নয়, যোহন বাপ্তাইজকের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণের দ্বারা তিনি পাপী মানুষ আমাদের বিকল্প হলেন; তিনিই আবার কালভেরীর ক্রুশের উপর নিজে আমাদের পাপের শাস্তি গ্রহণের দ্বারা আমাদের পপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করলেন। সুসমাচার থেকে আমরা আরও জানি যে, মৃতদের মধ্য থেকে পিতা ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করে তাঁর প্রকৃত পরিচয়, অর্থাৎ তিনিই যে খ্রীস্ট ও প্রভু, তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন (প্রেরিত ২:৩৬)। আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের জীবন, তথা অনন্ত জীবন লাভ করার জন্য, ঈশ্বর এই যে পথের ব্যবস্থা করেছেন, তাকে অস্বীকার করলে, আমরাই আমাদের বিনষ্টতার জন্য দোষী থাকব। ঈশ্বর, তুমি আমাদের সেই বিশ্বাস দাও, যেন আমরা যীশুকে তোমার পুত্র ও খ্রীস্ট হিসাবে বিশ্বাস করি, পাপ থেকে পরিত্রাণ পাই ও অনন্ত জীবন ভোগ করি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)